পরিচালক (মাধ্যমিক)
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

বাণী

ঐতিহ্যবাহী বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০ প্রতিবারের মতো এবারও বিদ্যালয় বার্ষিকী উত্তরণ প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বিদ্যালয়ের কোমলমতি ছাত্রীদের সুপ্ত সাহিত্য প্রতিভা প্রকাশ ও বিকাশের একটি অনন্য মাধ্যম বিদ্যালয় বার্ষিকী। তাই নিঃসন্দেহে উত্তরণের প্রকাশ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মনে লুক্কায়িত সাহিত্য বীজ অন্বেষণ করে আলোর মুখ দেখাতে সক্ষম হবে এবং অঙ্কুরিত বীজ শাখা প্রশাখা পুষ্প-পল্লবে সুশোভিত হয়ে সাহিত্যের সকল অধিক্ষেত্রে সুবাতাস ছড়াবে বলে আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি।

নবীন সাহিত্যকর্মীদের জ্বালানো বহ্নিশিখা আমাদের জীর্ণ আবেশ, লুক্কায়িত জরা বিনাশ করে জ্যোতির্ময় করে তুলবে অন্ধকার চারপাশ। সে আলোতে প্রতিফলিত হবে আলোকিত সমাজের প্রতিচ্ছবি। উত্তরণের মতো সৃষ্টিশীল প্রকাশনা শিশু-কিশোরদের অফুরন্ত সম্ভাবনাকে লালন ও বিকশিত করবে এবং তাদের মনে অধিকতর প্রাণশক্তির সঞ্চার করবে- এ আমার গভীর আস্থা।

উত্তরণ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাই সকল ক্ষুদে লেখিয়েদের যারা তাদের স্বীয় প্রতিভার স্ফুরণ ঘটিয়ে উত্তরণের প্রকাশকে করেছে বর্ণাঢ্য।

(প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল মান্নান)

উপপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা

বাণী

স্কুল ম্যাগাজিন হচ্ছে ভবিষ্যত শিল্প ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের সূতিকাগার। এখানে যাদের লেখা প্রকাশিত হচ্ছে তাদের মধ্য থেকেই আগামীর রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ দাস, মানিক বন্দোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, জয়নুল, এস এম সুলতান জন্ম নিবে।

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ধারা অব্যাহত রাখতে বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবারো স্কুল ম্যাগাজিন 'উত্তরণ' প্রকাশ করেছে। তাদের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই। তোমরাই তো গড়বে দেশটাকে। তোমাদের প্রতি আমার প্রাণঢালা আশীর্বাদ– "এগিয়ে চলো"।

শিক্ষার্থী ছাড়া যেসব শিক্ষক ও উদ্যোগে অংশগ্রহণ করে 'উত্তরণ' প্রকাশের পথকে সুগম করেছেন তাদেরকে জানাই অভিনন্দন।

(সাখায়েত হোসেন বিশ্বাস)

সহকারী পরিচালক (মাধ্যমিক-১)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

শুভেচ্ছা বাণী

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাকাল প্রতিটি মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়। গ্রামের কৃষকের ঘরে কাদা মাখামাখি করে যে শিশুটি বড় হয়েছেন, সে-ই হয়তো আজ বিশ্ববরেণ্য লেখক, বিরাট বড় লোক কিংবা উচ্চ মর্যাদার পদ অধিকারী কোন ব্যক্তি। বড় হওয়ার স্বপ্নযাত্রার অন্যতম অনুষঙ্গ হলো বিদ্যালয় বার্ষিকী। শিশু-কিশোরীরদের সেই স্বপ্নকে লালন করার মানুষে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিদ্যালয় বার্ষিকী **"উত্তরণ"** প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ভাল ফলাফলের ক্ষেত্রে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আছে সুনাম ও একটা সুদৃঢ় অবস্থান। অবশ্য সেটা অনেকটাই পুঁথিগত বিদ্যার ফল, যা একজন শিক্ষার্থীর পূর্ণাঙ্গতা অর্জনের জন্য একেবারেই অপ্রতুল। তাই তাদের অফুরন্ত প্রতিভা যাতে অন্ধকারে রয়ে না যায়, যাতে তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে সে জন্য হয়ত তাদের অপরিণত লেখা নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে এ বার্ষিকী। তবে শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে হবে যে, প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কঠোর অনুশীলন। আমাদের নবীন কিশোররা সেই মহান ব্রতকে সামনে নিয়ে অগ্রসর হবে বলে আমি আশা করি। আমি বিশ্বাস করি আজকের কাঁচা লেখনীর প্রকাশনায় অনুপ্রাণিত হয়ে জন্ম হবে আগামী দিনের কোন বিখ্যাত মানুষের।

এই বিদ্যালয়ের বার্ষিকী প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিবাদন।

(মো. আমিনুল ইসলাম টুকু)

প্রধান শিক্ষিকা
বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
ঢাকা-১১০০

বাণী

জ্ঞান বিজ্ঞান তথ্য প্রযুক্তির চরম সীমায় যখন গোটা পৃথিবী, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় প্রত্যয়ে দেশ যখন চলমান তখন বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে আমাদের শিক্ষার্থীরাও উন্নয়নে করছে অংশগ্রহণ। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি এ বিদ্যাপীঠ থেকে বের হয়েছে কত গুণীজন-শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার প্রমুখ। তারা আমাদের গর্ব ও জাতীয় অহংকার।

সত্যিকারের দেশ প্রেমিক হয়ে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পড়ালেখার পাশাপাশি চালিয়ে যাচ্ছে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিতর্ক, বিজ্ঞান মেলা, মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা, বার্ষিকীর মতো সহপাঠক্রমিক নানান কর্মকাণ্ড। শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরিতে যায়, পড়ে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের বই। কুটির শিল্পের মতো নানান জিনিসি হাতে তৈরিতেও তারা রাখছে স্বকীয়তা ছাপ। অন্তরের সুকুমার বৃত্তি পরিস্ফুটনের লক্ষ্যে সাহিত্য-শিল্প জগতে হাঁটি হাঁটি পা পা করে কলম তুলি ধরে বিদ্যালয়য় বার্ষিকীর পূর্ণতা দিতে লিখছে-আকছে এরা।

আমার বিশ্বাস এদের হাত দিয়েই একদিন তৈরি হবে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন বৈষম্যহীন সর্বাধুনিক সমাজ, সুখী হবে প্রতিটি মানুষ। আমার বিশ্বাস এরা শুধু মানুষ হবে না, হবে দক্ষ মানবসম্পদ। সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় দীপ্ত নিয়ে এগোচ্ছে এ প্রজন্ম, গতি দুর্বার, জয় এদের অনিবার্য।

বাংলাদেশকে অগ্রগতির চরম সীমায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় বার্ষিকী খুবই সামান্য সংযোজন। তারপরেও ছোট ছোট বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল.....

বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উত্তরণ-২০১৯ এতটুকু হলেও সবার মনের বাতায়ন উন্মুক্ত করে দেবে। দেবে একটু স্বস্তি, একটু শান্তি। মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব মহোদয়, মহাপরিচালক, উপপরিচালক মহোদয় সহ-সকলকে বাণী প্রদান করায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বার্ষিকী উত্তরণ-২০১৯ এর প্রকাশনার সাথে যারা যুক্ত থেকে এর পূর্ণতা দিয়েছেন তাদের সকলকে আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

বার্ষিকী উত্তরণ-২০১৯ এর উদ্দেশ্য সফল হোক, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা সবার জন্য।

(সুলতানা জাহান)

সহকারী প্রধান শিক্ষিকা (প্রভাতি)
বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
ঢাকা-১১০০

বাণী

প্রথমত মানুষের কল্পনা এবং কল্পনা থেকেই আবিষ্কার। পাখির উড়া দেখে মানুষের উড়ার সাধ জেগেছিল বলেই হয়েছে উড়োজাহাজ আবিষ্কার। এর থেকে সহজেই বলা যায় আগে বিজ্ঞান নয়, কল্পনা। আমাদের কোমলমতি শিশুরা সেই কল্পনার পাখায় ভর করে বাস্তবতার সংমিশ্রণে ঘটাচ্ছে তাদের সৃজনশীলতা ও মননশীলতার বিকাশ। এই বিকাশের একটি ধাপ হচ্ছে সাহিত্যচর্চা। সাহিত্যচর্চার প্রাথমিক ধাপ বলা যেতে পারে বিদ্যালয় বার্ষিকী। শিক্ষার্থীরা ভাবনা চিন্তা গুলোকে তাদের কাঙ্খিত জগতের রূপরেখা ফুটিয়ে তোলে লেখায়, আঁকায়, স্বপ্ন দেখে সুন্দর পৃথিবীর। তাদের সেই সুন্দর পৃথিবী সাজিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের– বড়দের।

শুধুমাত্র পাঠ্যবইয়ে আবদ্ধ না রেখে তাদের মনোবাণীয় তুলে দিতে হবে সুরের ঝঙ্কার। হাতে তুলে দিতে হবে তুলি ও লেখনী। বুঝিয়ে দিতে হবে তুমিও পারো– তোমরা সবাই পারো। সহপাঠক্রমিক সমস্ত কাজে ওরা হবে আগুয়ান এভাবেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঘটবে নৈতিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ। জাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপায় হলো শিক্ষা। এই শিক্ষার সঙ্গে নতুন চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়ে তাদের সুপ্ত-প্রতিভা জাগরণের ও বিকাশের শ্রেষ্ঠ সোপান এই বার্ষিকী।

উত্তরণ–২০১৯ এর প্রকাশনায়, মেধা, শ্রম, সময় দিয়ে যারা বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন তাঁদের সকলকে জানাচ্ছি অভিনন্দন। বার্ষিকী **উত্তরণ-২০১৯** এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক নিরন্তর শুভ কামনায়।

(কামরুন নাহার বেগম)

সহকারী প্রধান শিক্ষক (দিবা)
বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
ঢাকা-১১০০

বাণী

ম্যাগাজিন বলতেই আমাদের মানস পটে ভেসে ওঠে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কৌতুক-ধাঁধাঁ ও কিছু ছবি যা আমাদের জীবনকে দুঃখ-কষ্ট, তাপ, হতাশা থেকে মুক্তি দেয়। প্রতিটি লেখা ও ছবির মধ্য দিয়ে জাতীর বৈশিষ্ট্য ও মননশীলতার প্রকাশ ঘটে এবং জাতিকে সামগ্রিক উন্নতির শীর্ষে নিয়ে যায়। এই অগ্রযাত্রার সারথী হতে বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিবছরই স্কুল ম্যাগাজিন **'উত্তরণ'** প্রকাশ করে চলেছে। এই ধারাবাহিকতায় এবারও 'উত্তরণ' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ক্ষুদে শিল্পীদের কাঁচা লেখার মধ্য দিয়ে ওদের সুপ্ত প্রতিভার উত্তরোত্তর উত্তরণ ঘটুক এ আমার প্রত্যাশা।

'উত্তরণ'-২০১৯ প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক-কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানাই।

(মোঃ জালাল উদ্দিন সরকার)

সহকারী শিক্ষিকা (প্রভাতি)
বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
ঢাকা-১১০০

সম্পাদকীয়

সাহিত্য একটি জাতির বিমূর্ত সম্পদ। যে জাতি সাহিত্যের মূল্য বোঝে না, সে জাতি বড় দুর্ভাগা, বিশ্বমাঝে তারা পরিচয়হীন।

সাহিত্যের মাঝেই ব্যক্তি তার সূক্ষ্ম ও অনির্বচনীয় অনুভূতির বহি:প্রকাশ ঘটিয়ে, দেশ-কালের সীমা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সমুজ্জ্বল পরিচিতি তুলে ধরে। এর জন্য প্রয়োজন শৈশবকাল থেকেই নিরন্তর, নিরলস অনুশীলন ও চর্চা। এ কারণেই প্রতি বছরের মতো এবারও 'বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়', ঢাকা তার সাহিত্য পত্রিকা **'উত্তরণ'** প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে।

এই কোমলমতি শিশুরাই তাদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটিয়ে নানা কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতি থেকে নিজেরা থাকবে মুক্ত, ক্রমান্বয়ে এসবের বিরুদ্ধে হবে প্রতিবাদী ও উচ্চকিত এবং হয়ে উঠবে নিষ্কলুশ চরিত্রের অধিকারী। উত্তরণে তাদের কোমল ও তাজা মনের অনুভূতিগুলো কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, কৌতুক, ধাঁধা ও ছবি আকারে স্থান পেয়েছে। হয়ত সেগুলো যথেষ্ট অপরিপক্ক। তাই সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দের প্রতি অনুরোধ কোমলমতি শিশুদের এই লেখাগুলো সাহিত্যের সুকঠিন মানদণ্ডে বিচার না করে উৎসাহ ও প্রেরণার মাধ্যমে তাদের অনুপ্রাণিত করে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা যেন উজ্জ্বল দীপশিখা হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে– সেই আশীর্বাদ করবেন।

এই উত্তরণ অত্র প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্যের প্রতিচ্ছবি। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি কয়েকজন শিক্ষক তাঁদের হৃদয়গ্রাহী রচনার মাধ্যমে উত্তরণকে করেছেন সুশোভিত। তাই এটি কোনো একক প্রচেষ্টার ফসল নয়।

যাঁদের নিরলস শ্রম ও সহযোগিতায় **'উত্তরণ'** প্রকাশিত হল– তাঁদের সবার প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

(নিলুফার জাহান)

একাদশ জাতীয় সংসদীয়
নির্বাচনে বিজয়ী দল আওয়ামী
লীগ সরকারের
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের
পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
জানানো হচ্ছে।

আমিরা আজাদ, শ্রেণি: দশম, শাখা : ক, রোল : ১২